যুগান্তর

তারিখ 25 JUL 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকের ফরিয়াদ

অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বগুড়ার এক হাইস্কুল শিক্ষককে হারাইতে হইয়াছে চাকুরি। পদে পদে হয়রানির শিকার হইয়াছেন তিনি। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন চাকুরি ফিরিয়া পাইবার আশায়। আশ্বাসও পাইয়াছেন, কিন্তু স্বপদে আজও তাহার ফেরা হয় নাই। ভাগ্যবিড়ম্বিত সেই শিক্ষকের নাম মতিলাল সরকার। সহানুভূতিশীল বগুড়ার একজন ডিসি নাকি তাহাকে বলিয়াছিলেন মুসলমান হইয়া যাইতে। এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা লওয়া জরুরি। কেননা চাকুরি ফিরিয়া পাইবার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। জেলা প্রশাসক 'সুপরামর্শ' দিলেও তাহার চাকুরি ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই। উল্লেখ্য, মতিলাল সরকার ১৯৬৮ সালে শিক্ষকতা পেশায় আসেন এবং ত্রিশ বৎসর বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার পর প্রি-ক্যাডেট নার্সারি এন্ড হাইস্কুলে যোগ দেন প্রধান শিক্ষক হিসাবে। এই স্কুলের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান লইতে গিয়াই তিনি দেখিতে পান কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারীর দুর্নীতি। অডিট রিপোর্টে উঠিয়া আসে আরও ভয়াবহ চিত্র। শিক্ষকই যদি মানসিকভাবে অসৎ হন, তাহা হইলে তাহারা কী শিক্ষা দিবেন শিক্ষার্থীদের? দুর্নীতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়া পড়ায় বগুড়ার ঐ স্কুলের শিক্ষকরা লুকোছাপার কাজটি করিতে সাহসী হইয়াছেন। আর যাহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছেন তাহারা আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য রাত্রিকে দিন করিতে কসুর করেন নাই। আজও তাহারা সংঘবদ্ধ। তাহারা মতিলালকে স্কুলে যোগ দিতে দিতেছেন না। স্কুলের সভাপতি তথা জেলা প্রশাসক স্কুলে যোগদানের ব্যাপারে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ না করিয়া মতিলালকে আইনের আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছেন কেন, উহা আমাদের বোধগম্য নহে। স্কুল কমিটির সভাপতি হিসাবে তাহার কর্তব্য ছিল মতিলালকে স্বপদে পুনর্বহাল করা। জেলা প্রশাসক যখন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে অনীহা প্রকাশ করেন, তখন বুঝিতে হইবে তিনি এই সমস্যার সমাধান চাহেন না। মতিলালও স্কুলে জয়েন করিতে পারিতেছেন না। তিনি বর্তমান সরকারকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বলিয়াছেন। এই সরকার অনেক ভালো কাজই করিয়াছে এবং আরও অনেক দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান লইয়াছে। আমরা প্রত্যাশা করি, মতিলাল সরকারের বিষয়টি সরকার জরুরি ভিত্তিতে নজরে আনিবে এবং তাহাকে ঐ স্কুলে পুনর্বাসিত করিবে অচিরেই।